একটু উষ্ণতা চাই, মানুষের কাছে

শব্দ: ৮৪৮ ১৪.০১.০৩

কমলাপুর রেলস্টেশনের নারায়নগঞ্জ টার্মিনালে ওদের সাথে দেখা, গত শনিবারে, শৈত্য প্রবাহের পঞ্চম দিনে।

ওরা জনা পঁয়তালিশ বসেছে একটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত খোলা-স্কুলে, প্লাটফর্মের বাইরের দিকে ছাউনির নিচে। ওদের বয়স সাত-আট থেকে চোদ্দ-পনেরো। তিনপ্রস্থ কাপড় গায়ে থাকার পরও কনকনে বাতাস আমার হাড্ডি জমিয়ে দিচ্ছে। ওদের অনেকের গায়েই শুধু একটা জামা। রোগা-অপুষ্ট শরীর।

বছর এগারো বয়সী মোহাম্মদ রকি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছে তিন বছর আগে, কারণ ওর সৎমা ওকে মারত। রনি এসেছে কিশোরগঞ্জ থেকে, রুহুল আমিন হবিগঞ্জ থেকে, ফরিদ জানে না কোথায় তার বাড়ি। এই ছেলেরা একবারেই শিশু বয়সে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে মোটামুটি একই রকম কারণে - অভাব, ভাঙা পরিবার, অবহেলা, মারধর, যা কিনা একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে থাকে।

শীতকালটা সবসময়ই কষ্টের তবে এবার টেঁকাই যাচ্ছে না, বলে ওরা। ‘এখন শরীলে যদি জামাকাপড় না থাকে এই শীতের চেয়েও আরও কষ্ট বেশী,’ রকি বোঝাতে চেষ্টা করে, ‘মইরা গেলেও ভালো লাগে।’

বিল্লালের ছোট্ট শরীর, বয়স ওর হবে আট কি নয়, অন্যদের ভীড়ে ঢাকা পড়ে যায়। ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে ছোট্ট মুখটা তুলে সে বলে ‘যেখানে বাতাস লাগে না ঐ রকম জায়গা দেইখা শুইয়া থাকি।’ আরও কয়েকটা গলা যোগ দেয়: ‘আমরা টুন্ডা-মুন্ডা হইয়া শুইয়া থাকি।’ ‘মানষের চিপায় যাইয়া শুইয়া থাকি,’ ব্যাখ্যা করে আরেকজন, ’পোলাপানে যেইখানে শোয় সেইখানে জাঁতাজাঁতি কইরা শুইয়া থাকি, একটু গরম লাগে।’

‘কুকুর লয়া ঘুমায় কেউ, কেউ কুকুরেরে ঘিন্না করে, আবার পরে কাছে টাইন্যা লয়,’ বিল্লালের গলাটা নিস্পৃহ দার্শনিক। ‘কুকুরেরে ঠ্যাঙ্গ ধইরা ধইরা আঙ্গায়া, শরীলের সাথে মিশায়া রাখি,’ ব্যাখ্যা করে কয়েকজন, ‘কুকুরের শরীর গরম, আমাগো শরীর ঠান্ডা।’ ‘কুকুরের সাথে মিলামিশ্যা শুইয়া থাকি।’

‘সকালে যদি একটু আগুন জ্বালাইতে যাই, পুলিশ মারে।’ একজনের কথার ওপর অন্যজনের কথা হুড়াহুড়ি করে পড়ে: ‘আমরা যেতটুক টুকাই পোলাপান আছি এইখানে, আমরা ঘুমাইতে পারি না, সকাল না হইতেই পুলিশে বাইড়ায়।’ ‘শীতের দিনে পোলাপানেরে বাইড়ানো কি উচিৎ? উচিৎ না।’

তবে বিলালের গায়ের পুরনো জাম্স্লারটা একজন পুলিশই তাকে দিয়েছে। ওদের যে কজনের গায়ে কিছু গরম কাপড় আছে সেগুলো যাত্রী, স্টেশনের দোকানদার, আশেপাশের বাসার মানুষ - এরকম বিভিন্নজনের দান। রকির গায়ে জীর্ণ একটা সোয়েটার: আমার একখান মাত্র জামা আছিল। এইটা আর একটা শার্ট দিছে একজন।’ আরেকজনের পরনে বেশ ভালো একটা জ্যাকেট: ‘কাইলকা গাড়ির থেইক্যা নাইম্যা এইটা দিছে এক স্যারে।’ অন্যরা বলে: ‘মায়া লাগছে, দিয়া গেছে।’

বছর চোদ্দ বয়সী মানিক একটা জীর্ণ, পাতলা শালে গা-মাথা মুড়ি দিয়েও কাঁপছিল। ‘কেউ পায় নাই, কেউ পাইছে,’ কাঁপা কাঁপা গলায় বলে মানিক। ‘হেদিনকা কম্বল আনছিল,’ আরেকজন বলে, ‘আমাগো না দিয়া বেটিগোরে দিছে।’

এই শিশুরা বড় কুলিদের চোখ এড়িয়ে মোট বয়, যাত্রীদের এবং এখানকার দোকানদারদের ফুটফরমাশ খাটে। তেরো বছর যাবত ঢাকার পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছে এনজিও অপরাজেয় বাংলাদেশ। তাদের খোলা-স্কুল কার্যক্রমের প্রধান শিক্ষক চৌধুরী মোহাম্মদ মোহাইমেন রিপন জানান, স্টেশনের খোলা চৌহদ্দিতে শীত বেশী হওয়ার কারণে শিশুরা যে পেরেছে অন্যত্র চলে গেছে। আশি থেকে একশ যে বাচ্চারা এখনও আছে, ‘গরম কাপড় না থাকায় এরা ঘোরাঘুরি করে কাজ করতে পারছে না। ফলে উপার্জনও হচ্ছে না, খাওয়াও খুব কমে গেছে। ওরা ঠান্ডায় কাঁপছে, প্রচন্ড কাঁপে।’

তারপরও, বলেন রিপন, কমলাপুরের শিশুরা কিছু কিছু জামা কাপড় পাচ্ছে। ‘কিছু এলাকায়, যেমন স্টেডিয়াম, সংসদ এলাকা বা পার্কগুলোতে থাকা শিশুরা কোনও শীতবস্ত্রই পাচ্ছে না।’ সরকারি হিসেবে দেশের তিন-চতুর্থাংশ পথশিশুই থাকে ঢাকায় - পরিবারসহ ও পরিবারবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে এ শহরে তাদের সংখ্যা সোয়া তিনলাখের মতো। অপরাজেয় বাংলাদেশ বলে সংখ্যাটা আশি হাজার থেকে একলাখ এবং এনজিওটি বছরে হাজার চলিশেকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

বছর তিনেক হলো নয়টি এনজিওর সাহায্যে পথশিশুদের জন্য সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় অ্যারাইজ নামের একটি প্রকল্প চালাচ্ছে। অ্যারাইজের জাতীয় পরিচালক দেওয়ান জাকির হোসেন জানালেন ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনায় এই এনজিওরা পুরনো শীতবস্ত্র বিতরণ

করছে, 'তবে এটি পর্যাপ্ত নয়। তাদের বাজেটে এধরনের কাজের জন্য কোনও অর্থ নেই, তারা অন্যান্যভাবে টাকা সঙ্কুলান করে কিনে বা মানুষের থেকে চেয়ে পুরনো কাপড় আনছে। এমনিতেও এ প্রকল্প একা কুলাতে পারবে না।' প্রকল্পটি বছরে ছয়টি শহরে মোট পনেরো হাজার পথশিশুকে সাহায্য করে।

মোহাইমেন রিপন বললেন এনজিওরা যা করছে তার তুলনায় শিশুর সংখ্যা অনেক অনেক বেশী, আর প্রতিদিনই তা বাড়ছে। 'আমরা যারা সচ্ছল,' বলেন রিপন, 'আমাদের অনেক পরিবারেই অনেক শিশুর দুইতিনটা বা আরও বেশী করে গরম কাপড় আছে। তা থেকে একটা করে যদি দিই তাহলে অনেক পথশিশু বেঁচে যায়।'

পুরনো কাপড় ভালো করে ধুয়ে দেয়া চাই, আর রিপন বললেন সুষ্ঠু বণ্টন হওয়াটাও জরুরি। বেশীরভাগ শিশু কাজ করে এবং থাকে শহরে ঢোকার মুখে রেল-বাস-লঞ্চ স্টেশনগুলোতে, স্টেডিয়ামে, ছোট-বড় পার্কগুলোতে, সংসদ এলাকায়, বাজারগুলোতে, বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে, বিভিন্ন মাজার এলাকায়। অনেকগুলো জায়গাতেই কোনও না কোনও এনজিওর কিছু না কিছু কার্যক্রম আছে। সকালে বা বিকেলে তাদের সেখানে পাওয়া যায়। যাঁরা কাপড় দেবেন তাঁরা প্রয়োজনে এনজিওদের সাহায্য নিয়ে যেন সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেন। তবে অসংখ্য যে শিশুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শহরজুড়ে তাদের অনেকের কাছেই এনজিওরাও পৌঁছাতে পারেনি। বাড্ডা, সবুজবাগ, বিমানবন্দর এরকমই কয়েকটি জায়গা।

রকি আবেদন করছে সৌভাগ্যবান শিশুদের কাছে: 'যারা পোলাপান ভালো ভালো লেখাপড়া করে, বাসায় বাপ মার লগে থাকে, অরা তো ভালো ভালো খায়, ভালো ভালো শীতের পোশাক পিন্ধে। অরা যদি অগো বাপমায়েরে কইত আমাগো পুরান কাপড় দিতে...।' মানিক বলে, 'আপনারা যেই জায়গায় কবেন সেইখানেই যাব কাপড় নিতে।'

প্রায় দিনসাতেক কুয়াশায় সুর্য ঢাকা থাকলো। আবহাওয়া অফিস বলছে আরেকটি শৈত্যপ্রবাহ আসার মুখে, এ মাসের শেষে আরও একটি আসতে পারে।

ওরা কেউ বলে 'একটা কম্বল একটা প্যান্ট হইলেই চলব,' কেউ বলে 'একটা সোয়েটার।' একজন বলে 'কম্বল দিলে বেইচ্যা ফালাইব নয় কেউ কাইড়া লইব রাত্রে ঘুমের সময়। শরীলের লগে থোওন যায় এমন কাপড়ই আমাগো ভালো।'

বিলালের মাথা থেকে ঘুমানোর চিন্তাটা যায় না: 'একটা বিছানা যদি দিত, একটা গরম কম্বল!' ওদের আশ্রয় তো প্রায় নাইই, অন্তত একটু উষ্ণতা তো আমরা দিতে পারি? আমরা, যারা একটার ওপরে দুইতিনটা গরম কাপড় গায়ে চড়াতে পারছি!

কুররাতুল-আইন-তাহমিনা
ফ্রি-লান্স সাংবাদিক

আপনার সন্তানের বয়সী যে শিশুরা এই শীতে খোলা আকাশের নিচে, তাদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করতে এরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে:

ঢাকায়

অপরাজেয় বাংলাদেশ (৮১১৫৭৯৮), ছিন্নমুল শিশু কিশোর সংস্থা (৯৫৬৫৩৪৩), অ্যারাইজ (৮১২৪০৯২), চাইল্ড ব্রিগেড (০১৮-২৪৩৪৫১), পিএসটিসি (৮৩২২৫৬৯), পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (৯১১২৩২৫), এসপিকে (৭১২৫১৫৬), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (৮৩১৫৮৫১), এএসডি (৯১১৮৪৭৫), এবং ইনসিডিন (৮১২৯৭৩৩)।

খুলনায়

একলাব (৮১২৯৪০০)

রাজশাহীতে

এসিডি (০৭২১-৭৭০৬৬০)